BN-8

ভুয়ো অফার/লটারি জেতা/চীপ ফাণ্ড অফারসমূহের জন্যে চীপ ফাণ্ড-প্রদানের জাল অফারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতি আরবিআই-এর সাবধানবাণী

26-শে মে, 2010 তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-কে যথাযথ সাবধানতা-অবলম্বন আর বাড়তি সজাগসতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে প্রতারণাপূর্ণ অফারগুলির ব্যাপারে - যেখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং/অথবা অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেন সম্পাদিত হয়েছে অর্থপ্রদান গ্রহণের জন্যে, যার ওপর লেনদেনের চার্জ, প্রভৃতির তক্‌মা লাগানো হয়েছে তথাকথিত পুরস্কারের অর্থ, প্রভৃতির ট্রান্সফারের অছিলায় । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একথা স্পষ্টরূপে জানাচ্ছে যে ভারতের আবাসিক কেউ যদি এরূপ অর্থপ্রদান ভারতের বাইরে সরাসরি/পরোক্ষভাবে কাজে পর্যবসিত/প্রদান এবং সংগ্রহ করেন, তবে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আইন, 1999 লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কার্যধারা চালানোর জন্যে দায়ী থাকার পাশাপাশি ''ন্যো ইয়োর কাস্টমার'' (কেওয়াইসি) অর্থাৎ আপনার কাস্টমারকে জানা-বোঝা নীতি/অ্যান্টি মানি ল্যণ্ডারিং (এএমএল) স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিধিনিয়ম লঙ্ঘনের জন্যেও তিনি উত্তরদায়ী থাকবেন ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এছাড়াও একথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আইন, 1999 লটারি-যোজনাগুলিতে যোগদানের জন্যে কোনোপ্রকারের অর্থপ্রদানই নিষিদ্ধ বিবেচনা করে । এধরনের বিধিনিষেধ এছাড়া লটারি-জাতীয় যোজনাগুলিতে অংশগ্রহণার্থে অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য - যে যোজনাগুলি বিভিন্ন নামের অধীনে বর্তমান, যেমন টাকা'র সার্কুলেশন যোজনা অথবা পুরস্কারের অর্থ/পুরস্কার প্রভৃতি প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে কৃত অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রেও ।

ব্যাঙ্কসমূহে জারিকৃত সার্কুলারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একথা উল্লেখ করেছে যে সাম্প্রতিককালে জালিয়াৎ গোষ্ঠীদের থেকে চীপ ফাণ্ডের ছলনাপূর্ণ অফারের ঢল নেমেছে । এগুলি এসেছে চিঠিপত্র, ই-মেল, মোবাইল ফোন, এসএমএস, প্রভৃতির মাধ্যমে । জালিয়াৎদের কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে যে সংযোগস্থাপনের পত্র পাঠানো হয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই নকল লেটারহেডে এবং তাদের উচ্চপদস্থ এক্সিকিউটিভগণ/ঊর্দ্ধতন আধিকারিকদের দ্বারা অর্থহীনভাবে তা' স্বাক্ষরিত ছিল লক্ষ্যনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে। অনেক আবাসিকই এরূপ উস্‌কে-দেওয়া অফারের শিকার হয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থহানি করেছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গোচরে একথাও এসেছে যে এইসকল জালিয়াৎরা সহজেই ফাঁদে-পড়া সরল মানুষদের থেকে টাকা নিয়েছে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে - যেমন প্রসেসিং ফী/লেনদেনের ফী/ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স চার্জসমূহ/কনভার্সান চার্জসমূহ, ক্লিয়ারিং ফী, প্রভৃতি । লেনদেনের চার্জ, ইত্যাদি সংগ্রহের জন্যে জালিয়াৎরা ব্যাঙ্কে একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলে থাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে নয়তো বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-শাখায় স্বত্বাধিকারী সংস্থার নামে । জালিয়াৎরা এইসকল অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট কিছু অর্থপরিমাণ জমা করার জন্যে প্রতারিত ব্যক্তিদের পেড়াপেড়ি ক'রে থাকে । কিন্তু জমা করার সঙ্গেসঙ্গে সেই অর্থাঙ্ক তুলে নেওয়া হয়, ফলে প্রতারিত ব্যক্তিরা বিহ্বল হয়ে পড়েন ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর আগেও এধরনের ছলনাপূর্ণ যোজনা/অফার সম্বন্ধে ছাপা অক্ষরে আর ইলেক্ট্রনিক প্রচারমাধ্যমে বহুবার জনগণকে সাবধান করেছে । গ্রাহক এবিষয়ে আরবিআই-এর প্রেস্ রিলীজ্ দেখে নিতে পারেন www.hdfcbank.com রেমিটেন্স বিভাগে ।

Validity : Permanent
Ver : BN8_V1.0_Sep11

এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক

আমরা বুঝি আপনার জগৎ